COAST Trust

সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া

জুলাই'২০২০ ইং

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প:

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। কক্সবাজার জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য:

উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের জনবল প্রধান ইন্টারভেনশন সমুহ:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডর প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া-ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

কক্সবাজারে উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের দারিদ্রতা বিমোচনে কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগ

জেলার গ্রামীণ কৃষিজীবি পরিবারের ১৮ শাতংশ ট্রলার বা নৌকায় করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আহরিত মাছ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ হয় এবং বিদেশেও রপ্তানী করা হয়। এখানে উপৎপাদিত গলদা ও বাগদা চিংড়ী দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানী হতো। সম্প্রতি চিংড়ীতে হোয়াইট ডিসিস ভাইরাস আক্রান্তের ফলে বিদেশে চিংড়ী রপ্তানী বন্দ হয়ে যায়। সংকটে পড়েন উপকূলীয় চাষী ও জেলেরা। চাষীদের এমন দুর্দিনে কোস্ট ট্রাস্ট কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণে চাষীদের প্রশিক্ষিত করে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। চকরিয়ার কোরালখালী শাহারবীলের রায়হানুল ইসলাম একজন চিংড়ি চাষী। চিংড়ীর উৎপাদন ও দর পতনের পর হতাশ হয়ে পড়েন। ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রকল্পের সাথে যুক্ত হন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে

রায়হানুল হক তার কাঁকড়া ঘেরে কাঁকড়া শিকার করছেন।

৩৩ শতাংশ জমির উপর ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে গড়ে তুলেন কঁকড়া মোটাতাজাকরণ খামার। পর পর দু চালানে ৩৮০ কেজি কাঁকড়া ঘেরে ছাড়েন, মোট ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা খরচ করে ৪৫ দিনে কাঁকড়া বিক্রি করেন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। খরচ বাদে নীট লাভ করেন ৬৬ হাজার টাকা। রায়হানুল বলেন, বছরে ৯ মাস কাঁকড়া চাষ সম্ভব। ভবিষ্যতে তিনি চাষ আরও সম্প্রসারণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট ৫৫ টি মোটাতাজা খামার গড়ে উঠেছে।

আবার কাঁকড়া রপ্তানি বন্ধ, বিপাকে পড়েছেন কাঁকড়া চাষী ও ব্যবসায়ীরা

ইকবাল হোসেনের কাঁকড়ার ডিপো

চীনের উহানে নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর থেকে প্রথমে চীন ও পরে অন্যান্য দেশ কাঁকড়া আমদানি বন্ধ রেখেছিল। তখন সব মিলিয়ে এক অনিশচয়তায় ছিল কক্সবাজারের কাঁকড়ার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন। পরবতীতে দাম কম হলেও ধীরে ধীরে কাঁকড়া রপ্তানি শুরু হয়েছিল। গত মাসে আবার ও কাঁকড়া রপ্তানী ক্রকদের রেজিট্রিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারনে বর্তমানে কাঁকড়া রপ্তানী বন্দ আছে। গুণাগুণ অনুসারে কাঁকড়া দাম ৫০০-৭০০ টাকা ছিল প্রতি কেজি। আর এখর সে কাঁকড়া কিক্রি হচ্ছে মাত্র ২০০- ৩০০ টাকা প্রতি কেজি। আর এ সকল কাঁকড়া বর্তমানে কিক্রি হচ্ছে , বান্দরবান,কাগরাছড়ি ও রাঙ্গামাটির জেলার কিছু এলাকাতে । চকরিয়ার কাঁকড়া ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন বলেণ এখন আবার কাঁকড়ার রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। সব মিলিয়ে এক অনিশচয়তায় কাটছে কক্সবাজারের কাঁকড়ার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন।

জুলাই ২০২০ ইং মাসের কার্যবিবরনী	লক্ষমাত্রা	অর্জন
কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রদর্শনী সাইনবোর্ড স্থাপন।	১২	১২
এভিসিএফ দের খামার পরিদর্শন	৪৫০	৪২০
বিভিন্ন ধরণের কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন।	১২	১২

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ কোস্ট ট্রাস্ট, পেইস-ক্লাব প্রকল্প, আনাস ভিলা, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫, ইমেইলঃ maksud@coastbd.net

সম্পাদকীয়: সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।